# জীবনের পঞ্চমৌসুম

ইমাম ইবনুল জাওযি রহ.

# জীবনের পঞ্চমৌসুম

অনুবাদ
ইখতিয়ার উদ্দিন ওজায়ের

সম্পাদনা
আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

জীবনের পঞ্চমৌসুম

**মূল গ্রন্থ :** আমবিহুন নায়িমিল গমার আলা মাওয়াসিমিল উমার

**প্রথম প্রকাশ :** সেপ্টেম্বর ২০২৩

**গ্রন্থস্বত্ব :** প্রকাশক

**প্রকাশনায়**

**মাকতাবাতুল হাসান**

দোকান নং : ৩৩-৩৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

**বানান সমন্বয় :** মাসউদ আহমাদ

**প্রচ্ছদ ও সজ্জা :** মো. আখতারুজ্জামান

**অনলাইন পরিবেশক :**

rokomari.com - wafilife.com - বইফেরী.কম - নিউ লেখা প্রকাশনী (কোলকাতা)

**ISBN :** 978-984-97319-5-5

**Web :** maktabatulhasan.com

**E-mail :** info.maktabatulhasan@gmail.com

fb/Maktabahasan

**মুদ্রিত মূল্য : ৯০/- টাকা মাত্র**

**Jiboner Ponchomousum**

By Imam Ibnul Jawji [RH]

Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

©

**সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ**

# সূচিপত্র

ভূমিকা ..... ৭
জীবনের পঞ্চমৌসুম ..... ৯

## প্রথম অধ্যায়

জীবনের প্রথম ঋতু বাল্যকাল ..... ১১
সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষাদান অভিভাবকের দায়িত্ব ..... ১১
শিশুর মেধা ও প্রতিভার সঠিক ব্যবহার ..... ১৩
কিশোর বয়সেই সন্তানকে বিবাহদান ..... ১৫

## দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনের দ্বিতীয় ঋতু যৌবনকাল ..... ১৭
আত্মরক্ষা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার মৌসুম ..... ১৭
যৌবনে ইলম অর্জন ..... ১৮

## তৃতীয় অধ্যায়

জীবনের তৃতীয় মৌসুম প্রৌঢ়কাল ..... ২৭

## চতুর্থ অধ্যায়

জীবনের চতুর্থ মৌসুম বার্ধক্যকাল .....৩১
জীবনসফরের সুসমাপ্তি .....৩১
সালাফের কিছু হালত.....৩২

## পঞ্চম অধ্যায়

জীবনের পঞ্চম মৌসুম বয়োজীর্ণকাল.....৩৯
শেষকথা .....৪৪

# ভূমিকা

সকল প্রশংসা চির মহীয়ান আল্লাহ তাআলার জন্য, মানবজীবনকে যিনি থরে থরে সাজিয়েছেন; নানা স্তর ও মৌসুমে বিন্যস্ত করেছেন।

আল্লাহর অনুগত বান্দা যারা, জীবনের প্রতিটি স্তরকে তারা কাজে লাগায় ও কৃতকার্য হয়। গাফেল-উদাসীন লোক যারা, হেলায়-ফেলায় তারা সময় কাটায় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এক জীবন তাই কারও জন্য প্রাপ্তির অপার সম্ভাবনা, কারও জন্য আবার অপ্রাপ্তির নিদারুণ গঞ্জনা!

জীবনের একেকটি মৌসুম যেন ব্যবসার অমূল্য পুঁজি। কেউ নেক কাজে লাগিয়ে দিন দিন মূলধন বাড়ায়;[১] কেউবা অন্যায়-গুনাহে ব্যয় করে নিজেকে বরবাদির দিকে টেনে নিয়ে যায়।

---

১. এর প্রমাণ হিসাবে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পেশ করা যায়:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾

যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার প্রত্যাশা রাখে, যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নয়। [সূরা ফাতির, ২৯]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

(ইখলাস ও নিষ্ঠার তারতম্যে) একটি সৎকর্মের বিনিময়ে অর্জন করা যায় ১০ থেকে ৭০০ গুণের অধিক সাওয়াব।[২] বিপরীতে গুনাহের কারণে অর্জন দূরে থাক; নষ্ট হয় চরিত্রস্বভাব।

ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের বিনিময়ে কেনা যায় জান্নাতের স্থায়ী নিবাস, লাভ করা যায় অনন্ত জীবনের আশ্বাস।

আবার দুদিনের এই পার্থিব জীবনের অবহেলাই ডেকে আনতে পারে চরম লাঞ্ছনা এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী যন্ত্রণা।

সুতরাং বুদ্ধিমান ও সচেতন যারা, কামিয়াবি ও সফলতার প্রত্যাশী যারা, তাদের কর্তব্য আপন জীবনের মূল্য জানা, নিজের উন্নতি ও কল্যাণ নিয়ে ভাবা এবং জীবনসম্পদের প্রতিটি ভগ্নাংশকে অমূল্য সম্পদ মনে করা।

মনে রাখতে হবে, জীবন ও সময়ের প্রতি অবহেলা মানে নিজেকেই ধ্বংস করা।

---

হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার পথনির্দেশ করব, যা তোমাদের রক্ষা করবে যাতনাদায়ক আজাব থেকে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করবে। এ-ই তোমাদের পক্ষে উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি করো। [সুরা সফ, ১০-১১]

২. এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ وَسَبْعِ أَمْثَالِهَا. فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً ...»

কেউ যদি কোনো নেককাজের ইচ্ছা করার পর তা করতে না পারে, তার আমলনামায় একটি নেকি লেখা হয়। আর যদি সে তা সম্পাদন করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার আমলনামায় ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ নেকি লেখা হয়। (মুসনাদে আহমাদ, ৭১৯৬, সহিহ ইবনে হিব্বান, ৩১, মুসনাদে আবু আওয়ানা, ১/৮৪)